পুরুষ কি নারীর মস্তক/মাথা নয়?

হ্যাঁ, তবে আপনি যেভাবে ভাবছেন সেভাবে নয়। আমাদেরকে প্রথম শতাব্দীর পৌলের সময়কার পাঠকবৃন্দের প্রেক্ষাপট থেকে বুঝতে হবে যে তারা কেফ্যালে-মস্তক দ্বারা কি বুঝতো। ১ম করিন্থীয় ১১:৩ আয়াত দেখুন-

আমি চাই যেন তোমরা বুঝতে পার যে, মসীহ্ই প্রত্যেক পুরুষের মাথার মত, স্বামী তার স্ত্রীর মাথার মত, আর আল্লাহ্ মসীহের মাথার মত।

মূল শব্দ
κεφαλη
kephale = মস্তক

প্রেক্ষাপট গুরুত্বপূর্ণ!

পৌল ২১ শতকের ইউএস, চীন, জিম্বাবুয়ের লোকদের সাথে কথা বলেননি। আমাদের বোঝা উচিত যে প্রথম শতাব্দীর গ্রীক-ভাষীরা কিভাবে পৌলের শব্দ বুঝতো। তারা কি বুঝেছিলো যখন পৌল তিনবার কেফ্যালে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন? ঈসা নিশ্চিত ভাবেই রাজাদের রাজা প্রভুদের প্রভু। আমরা ঈসার ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ করছি না। কিন্তু গ্রীক শব্দ কেফ্যালে অর্থ কি "প্রভু, নেতা, কর্তৃত্বকারী" নাকি করিন্থীয় জামাতের প্রেক্ষাপটে অন্য কিছু?

কেফ্যালে - KEPHALE = মস্তক/মাথা

কেফ্যালে অর্থ কি "শারিরীক মস্তক" "বস" নাকি "উৎস"?

কেফ্যালে শব্দের আক্ষরিক অর্থ মস্তক। উদাহরণস্বরূপ, ঈসা তার কেফ্যালে-মস্তকে কাঁটার মুকুট পরেছিলেন। কিন্তু আলংকারিক অর্থে এটির অর্থ প্রচুর। কি হবে যদি কেফ্যালে অর্থ -"বস, কর্তৃত্বকারী অথবা উর্ধ্বতন" বোঝানো হয়! যখন আমরা কেফ্যালে শব্দের অর্থ মস্তকের পরিবর্তে কর্তৃত্বকারী বলা হয় তাহলে ১ করি ১১:৩ এমন দেখতে হবে:

*"আমি চাই যেন তোমরা বুঝতে পার যে, মসীহ্ই প্রত্যেক পুরুষের **ক্ষমতার** মত, স্বামী তার স্ত্রীর **ক্ষমতার** মত, আর আল্লাহ্ মসীহের **ক্ষমতার** মত।"*

১.ঈসা কি প্রত্যেক পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করেন?(বর্তমানে সকল পুরুষ কি মসীহকে তাদের প্রভু হিসাবে স্বীকার করে?) ২.সকল পুরুষ কি সকল নারীর কতৃত্বকারী? (বিয়েতে, জামাতে, কোন বয়সে পুত্রেরা তার মায়ের উপর কর্তৃত্ব করা শুরু করে?) ৩. আল্লাহ্ কি অনন্তকালীন সময় ধরে ঈসার উপর কর্তৃত্বকারী? পবিত্র ত্রিত্ব কি আলাদা ক্ষমতার ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগ? (সাবধান, চতুর্থ শতকে এটি একটি ভ্রান্ত শিক্ষা ছিল) কর্তৃত্বকারী একটি আলংকারিক অর্থ যার মধ্যে কিছু নিশ্চিত সমস্যা রয়েছে।

যাই হোক, আরেকটি আলংকারিক অর্থ পুরো পদটিকে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী উপযুক্ত ভাবে অর্থবহ করে তোলে। যখন আমরা "উৎস" শব্দটিকে মস্তক/কেফ্যালের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করি তখন:

"আমি চাই যেন তোমরা বুঝতে পার যে, মসীহ্ই প্রত্যেক পুরুষের উৎসের মত, স্বামী তার স্ত্রীর উৎসের মত, আর আল্লাহ্ মসীহের উৎসের মত।"

কালক্রমে সারিবদ্ধ,কর্তৃত্বানুযায়ী নয়

মসীহ্	উৎস	পুরুষের
পুরুষ	উৎস	নারীর
আল্লাহ্	উৎস	মসীহের

উপসংহার

উৎস শব্দটি কি যুক্তিপূর্ণ মনে হয়? হ্যাঁ। ধর্মতাত্ত্বিক দিক দিয়ে কি এটি ঠিক মনে হয়? হ্যাঁ। এটি কি প্রথম শতাব্দীর গ্রীক প্রেক্ষাপটের সাথে যুক্তিযুক্ত হয়? অবশ্যই! পৌলের পাঠকবর্গ জানতো কালক্রমে পুরুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল প্রথমে, তারপর নারীকে। এবং মসীহ্ আল্লাহের কাছ থেকে এসেছিল। (ইউহোন্না ৬:৪১-৪২) সুতরাং কেউই স্বাধীন নয়, এবং প্রত্যেকেই আল্লাহের কাছ থেকে এসেছে। (১ করি ১১:১১-১২)! কেফ্যালে অর্থ মস্তক নয় বরং "উৎস" শব্দটি বেশি যথোপযুক্ত শোনায়।

***অভিধান**

কোন প্রাচীন অভিধানই কেফ্যালে অর্থ বস বা উর্ধ্বতন বলে নি। ১৮৩৪ ও ১৯৬৭ গ্রীক ইংলিশ লেক্সিকনবি লাইডেল, স্কট, জোন্স ৪৮ টি আলংকারিক অর্থ তালিকাবদ্ধ করেছিল। তার মধ্যে একটা শব্দও উর্ধ্বতন ছিল না। স্কিলার্স থিওলজিকাল ডিকশনারি ১৭ টি শব্দ বলে, তার মধ্যে একটিও কর্তৃত্বকারী ছিল না। ১৯৭৬ সনে, বায়ার্স ইংলিশ গ্রীক লেক্সিকন উর্ধ্বতনকে কেফ্যালের দ্বিতীয় সম্ভাব্য অর্থ। কিন্তু প্রথম শতাব্দীতে কেউই এটিকে উর্ধ্বতন বলে ব্যবহার করেনি।

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?